বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

রেজিস্টার্ড

স্মারক নম্বর- ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৪.২২ (অংশ-১)-৩৪৮

তারিখঃ ১৪ কার্তিক ১৪২৯ / ৩০ অক্টোবর ২০২২

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫টি প্যাকেজের কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস এবং অবৈধ অর্থ লেনদেন করেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে;

যেহেতু, তিনি অভিযোগকারীর নিকট ৪৭,০০,০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা চেয়েছেন মর্মে নিজেই স্বীকার করেন এবং টেন্ডার দাতা প্রতিষ্ঠান রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিঃ এর প্রতিনিধির নিকট হতে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন মর্মে প্রাথমিক তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তার পদবী লাইব্রেরিয়ান, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সহকারী সচিব হিসেবে পরিচয় দেন ও সহকারী সচিব উল্লিখিত ভিজিটিং কার্ড সরবরাহ করেন এবং তার ফেসবুক পেজেও সহকারী সচিব পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করেন;

যেহেতু, তিনি তার ফেসবুক আইডিতে সহকারী সচিব পদ ব্যবহার করার কথা প্রাথমিক তদন্তে স্বীকার করেন;

যেহেতু, তিনি ক্রয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী হয়েও টেন্ডার প্রতিষ্ঠানের সিডিউল দেখে দেয়াসহ প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব এবং সরকারি কর্মচারী হয়েও একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টেন্ডার কার্যক্রমে পরামর্শ দিতেন মর্মে স্বীকার করেন;

যেহেতু, তার উক্ত কর্মকান্ডে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তার এ ধরণের কার্যকলাপ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৪(১) ও ধারা ৬৪(২) অনুযায়ী শৃঙ্খলা পরিপন্থি। এছাড়াও, তার এহেন কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর শামিল;

যেহেতু, তাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০০১.১৯-৪৩৮, তারিখঃ ০৯ নভেম্বর ২০২১ মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী- তিনি টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সদস্য জনাব মোঃ রুহুল আমিন মল্লিক'কে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ঘুষ দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক কর্তৃক বিভাগীয় তদন্তকালীন সাক্ষীদের জেরা করা হলেও তার বিরুদ্ধে আনীত ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তকালীন কোন জেরা করেননি;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় মর্মে তিনি দাবী করলেও তদন্তকালীন জবানবন্দিতে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, তার প্রদত্ত জবানবন্দি এবং উপস্থাপিত অন্যান্য সাক্ষীদের তিনি যে জেরা করেছেন তা দ্বারা তাকে নির্দোষ প্রমাণের পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগের সাথে তার সম্পৃক্ততার বিষয়টিই তদন্তে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২২ রুজু করা হয়। তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শালে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৮/০৩/২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়গুলি তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। গৃহিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান সরকার, যুগ্মসচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৭ জুন ২০২২ তারিখে তাকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার বিষয়ে গত ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(১০) ও বিধি ৭(১১) এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি ৬ অনুযায়ী তার উপর গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" নামীয় গুরুদন্ড চূড়ান্তকরণে সরকারি কর্ম কমিশন পরামর্শ প্রদান করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত জবাব, তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের স্মারক নং-৮০.০০.০০০০.১০৬.০৪.০৪৪.২২-১৮৮, তারিখঃ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর পত্রের সুপারিশ পর্যালোচনান্তে তার কর্তৃক সংঘটিত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অপরাধের জন্য তাকে সরকারি চাকরি হইতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হল। উক্ত সময়ে তিনি যে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হয়েছেন, তার অতিরিক্ত আর কিছু পাবেন না।

১০.১০.২০২২

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

স্মারক নম্বর- ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৪.২২ (অংশ-১)-৩৪৮

তারিখঃ ১৪ কার্তিক ১৪২৯ / ৩০ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. যুগ্ম-সচিব.....(সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৬. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সকল)।
০৮. উপসচিব .....(সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)।
১০. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা [বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ]।
১১. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সি এন্ড এজি, পিএসসি ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)।
১৩-১৬. মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের সদয় অবগতির জন্য)।
১৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮. সহকারী সচিব (জনবল ব্যবস্থাপনা-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের অনুরোধসহ]।
১৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)।
২০. জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা ।

৩০.১০.২২

নুর নাহার ইসলাম
সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা)
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭৪৫৮
ইমেইল: sas_dis@ecs.gov.bd